পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Rgn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 08 ❑ 12 May 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়াও স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় আনার আবেদন জেলা সভাপতির

প্রতিনিধি ঃ গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে কলকাতার হাসপাতালে রোগী নিয়ে যেতে অনেক সময় অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া দিতে সমস্যায় পড়েন গরীব মানুষেরা। পাশাপাশি রোগীর অবস্থা সামান্য জটিল বুঝলেই জেলার হাসপাতালগুলি থেকে রেফার করার প্রবণতা রয়েছে চিকিৎসকদের মধ্যে।

এবার সেই সমস্ত গরিব মানুষের কথা ভেবে অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় আনার দাবি তুললেন বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি গোপাল শেঠ। বুধবার তিনি এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়েছেন। গোপালবাবু বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এর মাধ্যমে সারা বাংলার মানুষের বিনা পয়সায় যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, সেখানে বাংলার মানুষ উপকৃত।

কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে যাদের অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে, তারা রোগীর কাছ থেকে প্রচুর ভাড়া নেয়। গরিব মানুষের বিপুল পরিমাণে ভাড়া দিয়ে বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় রোগী নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। নির্দিষ্টভাবে রেফার কেসগুলি যদি স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এর মাধ্যমে টাকা দিয়ে রেফার করে পাঠানো হয়, তাহলে সেই অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া বেশি নেওয়ার প্রবণতা বন্ধ হবে।

প্রসঙ্গত, গ্রাম গঞ্জের রোগীরা তাদের সমস্যা নিয়ে জেলার হাসপাতালে ভর্তি হন। তাদের সমস্যা জটিল হলে চিকিৎসকরা কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার করেন। সে ক্ষেত্রে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দায় এড়িয়ে রেফার করার অভিযোগ ওঠে। তৃতীয় পাতায়...

বৃদ্ধা মাকে ভুল বুঝিয়ে জমি-বাড়ি লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ, ধৃত ছেলে

প্রতিনিধি ঃ চিকিৎসা করানোর নাম করে বৃদ্ধা মাকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে ভুল বুঝিয়ে বিভিন্ন কাগজপত্রে সই করিয়ে জমি বাড়ির লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া এলাকার ঘটনা। তৃতীয় পাতায়...

আত্মঘাতী বিএসএফ জওয়ান

প্রতিনিধি ঃ নিজের সার্ভিস রিভালবার দিয়ে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ান। বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার চুয়াটিয়া বিএসএফ ক্যাম্পে। বিএসএফের ৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কনস্টেবল পদে কর্মরত ওই জওয়ানের নাম এম হরিচন্দন (৪২)। বাড়ি উড়িষ্যার পুরি জেলায়। কি কারণে এই আত্মহত্যা তা এখনো পরিষ্কার না। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

স্কুল মাঠে মদ্যপানের আসর! পুলিশি অভিযানে ধৃত শিক্ষক

প্রতিনিধি ঃ স্কুলের মাঠেই মদ্যপানের আসর শিক্ষকদের। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যেতেই পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন শিক্ষক। এর পরে পুলিশ শিক্ষক ও ২ সঙ্গীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার মামা-ভাগিনা বাপুজী বিদ্যাপীঠে। শিক্ষকদের এহেন কীর্তিতে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরাও। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত শিক্ষকের নাম প্রীতম মণ্ডল। বাগদা নিলাবাকুঠি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তিনি। তৃতীয় পাতায়...

আইনজীবীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার আদালত বন্ধ রেখে আন্দোলনে আইনজীবীরা

প্রতিনিধি ঃ আইনজীবীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে বিচারক,এমনই দাবি তুলে বনগাঁ মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত (এডিজে ১) অনির্দিষ্ট কালের জন্য বয়কট করে আন্দোলন শুরু করলো আদালতের আইনজীবীরা।

বুধবার বেলা বারোটা নাগাদ আদালতের শতাধিক আইনজীবী, ল-ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সহ একাধিক সংগঠনের সদস্যরা আদালত চত্বরে বিক্ষোভ মিছিলে করে। পরে তারা বিচারকের ঘরের সামনে বেঞ্চি পেতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। আইনজীবীদের বক্তব্য" এ ডি জে ১ শান্তনু মুখোপাধ্যায় আইনজীবীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। মঙ্গলবার আদালতে বিচার চলাকালীন দীপাঞ্জয় দত্ত নামে এক আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে অসম্মানকর কথা বলেন বিচারক। তারপরই বিচারকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন দীপাঞ্জয় বাবু। তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

SHREYA MOTORS
Finance Available
এখানে সমস্ত ধরনের পুরাতন মোটর সাইকেল এবং চারচাকা ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। পুরাতন গাড়ি এক্সচেঞ্জের সুবিধা আছে।
ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি (চাঁদপাড়া), উত্তর ২৪ পরগণা প্রোঃ নিলয় পাঠক Mob.: 7797981139
ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি পোষ্ট অফিসের সন্নিকটে

সবার পছন্দ নিমকি
মা এর Vaccination তো হলো এবার শাড়ি টা ?
আমাদের দ্বিতীয় শোরুম
কোর্ট রোড, হাই স্কুল এর সামনে, বনগাঁ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ০৮ ❐ ১২ মে, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

ক্ষমতার প্রয়োগ হোক যুক্তি সংগত ও মানবতাবাদী

ক্ষমতা। ছোট্ট একটা শব্দ। এর বিস্তর পৃথিবীর সর্বত্র। সকলেই নিজের নিজের পারগতা অনুযায়ী ক্ষমতা দেখাতে চায়। হোক সে মহামন্ত্রীবর থেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। বা জঙ্গলের পশুরাজ থেকে ক্ষুদ্রাতি- ক্ষুদ্র পিঁপড়ে পর্যন্ত। ক্ষমতার প্রয়োগ সর্বত্রই প্রযোজ্য। ক্ষমতার বলে সবাই বলীয়ান। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ক্ষমতা দেখানোর প্রবণতা যেন সবচেয়ে বেশী। আবার এই ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে অন্যকে অপদস্থ করতেও কেউ কুণ্ঠা বোধ করে না। অবশ্য যাদের মধ্যে মানবতাবোধ সদা জাগ্রত; তাদের কথা আলাদা। তারা ক্ষমতা না দেখিয়ে বরং যুক্তি দিয়ে বা আলোচনার মাধ্যমে সব কিছু সমাধান করতে চায়। বৃহত্তম ভারতীয় গণতন্ত্রের একটা অংশ পশ্চিমবঙ্গ। সাংবিধানিক পদাধিকার বলে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী রাজ্যপাল। আবার গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের মধ্য দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। বর্তমান সময়ের দ্বন্দ্ব সদ্য বিজয়ী কোন এক বিধায়কের শপথ পাঠ নিয়ে। যেন কোন ভাবেই এ সমস্যার সমাধান হতে চাইছে না। সাধারণ জনগন অবশ্য এসব বিষয়ে বেশ মজা পায়। চা- এর ঠেকের রসদ জোগাড় হয়। এত গেল বৃহত্তর ক্ষেত্রে। ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে নজর দিলেও তাই। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া মে দিবসের অনুষ্ঠান ঘিরে একই রাজনৈতিক দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব। সেখানেও সেই ক্ষমতা! এ বলে আমার ক্ষমতা বেশি! আবার অন্য পক্ষ বলে আমি কম কিসে! ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আবার ছড়িয়ে গেল শ্রমিক সংগঠনের নেতা নির্বাচন ঘিরে। এ যেন আর শেষই হতে চায় না। সাম্প্রতিক কালে খবরের শিরোনামে ছিল প্রধান শিক্ষক বনাম ভূগোলের শিক্ষক। নাক ফাঁটাফাটি পর্যন্ত হয়ে গেছে! কোথায় দাঁড়িয়ে আজ আমরা! ক্ষমতা দেখানো কী আজ প্যাশন হয়ে গেল! রাজ্যপাল থেকে শুরু করে মোড়ের মাথার দাদা; মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মায় পিঁপড়ে পর্যন্ত সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা দেখাতে ব্যস্ত। আর আমরা সাধারন জনগণ- চায়ের ঠেকে এককাপ চা খেয়ে চার ঘন্টা সময় নিয়ে পার করে দিই অথচ ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার কচকচানি যেন শেষ হতেই চায় না।

কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতির নানা প্রকল্প

নীরেশ ভৌমিক ঃ সমিতি পরিচালিত বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছে গাইঘাটার মধুসূদন কাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি কর্তৃ পক্ষ। সমিতি পরিচালিত আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের পর বর্তমানে চালু হয়েছে নুডলস্ ও চাউমিন তৈরির প্রকল্প। গড়ে তোলা হয়েছে সমবায়ী বিউটি পার্লার ও সমবায়ী বিপনন কেন্দ্র স্থাপন। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যগণ একাজে এগিয়ে এসেছেন। ১৫জন মহিলা তিন শিফ্‌টে চাউমিন তৈরি করছেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যগণ তা বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। সমিতির সভাপতি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকার জানান, মধুসূদনকাটি কৃষক কল্যান সমিতি ও সমবায় নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী সদস্যদের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছেন। সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপের মহিলাদের নিয়ে ছাগল চাষের ও পরিকল্পনা রয়েছে বলে সমিতির সভাপতি কালিপদবাবু আরও জানান।

বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকা আজও অম্লান ও অক্ষয়

নির্মল বিশ্বাস

বর্তমান উত্তর কলকাতার শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের কাছেই অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের পাঁচতলা বাড়িটি এখন বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকার অফিস এবং এই বাড়িতে বসবাস করেন পরিবারের সকলে। মোহনচাঁদের একটি মেয়ে পৌলোমী শীল ভট্টাচার্য। অভিজিৎ-এর দুই ছেলে অভিদেব ও অভিরণ। এরা ভাই-বোনেরা একত্রে বাবা জ্যাঠা মহাশয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এই পঞ্জিকা কখনও সখনও অহিন্দুরাও প্রায়শই ব্যবহারিক তথ্যের জন্য এই পঞ্জিকায় প্রকাশিত তথ্যের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। আবার এই পঞ্জিকাতে মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য উৎসব, অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু তারিখও লিপিবদ্ধ রয়েছে ও জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কিত তথ্যমূলক নিবন্ধ থাকে পঞ্জিকাতে। পঞ্জিকা সাধারণত বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী ও অসমিয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই পঞ্জিকাকে অনেকে পাঁজি বলে থাকেন। আবার ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে একে 'পঞ্চঙ্গম' বলে থাকেন। এই বইটি ভারতে সর্বাধিক জনপ্রিয় বার্ষিক প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে অন্যতম। আঞ্চলিক বৈচিত্রের কারণে হিন্দু পঞ্জিকার অসংখ্য সংস্করণ দেখা যায়। এদের মধ্যে অধিক প্রভাবশালী পঞ্জিকাগুলো হল, নেপালের সরকারি নেপালি পঞ্জিকা এবং সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলা পঞ্জিকা, পাঞ্জাবি পঞ্জিকা, ওড়িয়া পঞ্জিকা, মলয়ালম পঞ্জিকা, কন্নড় পঞ্জিকা, টুলু পঞ্জিকা, তামিল পঞ্জিকা, বিক্রম সংবৎ ও দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গনা আর অন্ধ্রপ্রদেশের শিলিবাহন পঞ্জিকা।

আঞ্চলিক হিন্দু পঞ্জিকার বৈশিষ্ট্য হল— বারোটি মাসের নাম সব পঞ্জিকাতে একই আছে। যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের প্রথম মাসটি বিভিন্ন।

আবার কম্বোডিয়া, লাওস, মায়নমার, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ, বর্ষপঞ্জি আর কিছু সৌর চান্দ্র নক্ষত্র ইত্যাদি হিন্দু পঞ্জিকাই প্রাচীন সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম পঞ্জিকাও চান্দ্র নক্ষত্রের উপর নির্ভর করেই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে।

১৯৫৭ সালে এই হিন্দু পঞ্জিকার উপর ভিত্তি করেই ভারতের জাতীয় বর্ষপঞ্জি শক সংবৎ গঠিত হয়। তবে পঞ্জিকা অতীতের বৈদিক যুগ থেকেই প্রচলন হয়ে আসছে। হিন্দু পঞ্জিকার গঠন সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ ধারণা দেয় 'সূর্য সিদ্ধান্ত' নামে গ্রন্থটি। এর সঠিক রচনাকাল জানা যায় না। তবে কারও কারও অভিমত, এটি দশম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। প্রাচীন বৈদিক পঞ্জিকায় বছরের শুরু হত অগ্রহায়ন বা মার্গশীর্ষ মাস দিয়ে। এই মাসের অপর নাম মার্গশীর্ষ এসেছে পঞ্চম নক্ষত্র মৃগশিরা থেকে।

বেশিরভাগ হিন্দু পঞ্জিকাই পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তযুগে আর্যভট্ট (পঞ্চম), বরাহ মিহির (ষষ্ঠ) ও ভাস্কর (দ্বাদশ) জ্যোতির্বিদ্যার ফসল। এই জ্যোতির্বিদ্যার মূল আধার হল প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, যা পরে সংস্কার করে 'সূর্য সিদ্ধান্ত' গ্রন্থটি লিখিত হয়। মধ্যযুগে এই পঞ্জিকার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ভাস্কর জ্যোতির্বিদ্যার নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন।

তবে, এও শোনা যায়, বাঙালির আদি পঞ্জিকা হল, 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা'। ঐতিহাসিকদের অনুমান এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্ভবত 'স্মার্ত রঘুনন্দন'। যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২) আমলে রামরুদ্র বিদ্যানিধি নতুন করে গণনা শুরু করেন। আগের দিনে তালপাতার পুঁথিতে সব কিছুই লেখা হত। প্রথম ছাপার অক্ষরে ছাপা শুরু হয় উনিশ শতকে অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে।

বর্তমানে বাজারে পাঁচ ছয় রকমের পঞ্জিকা মেলে। তেমনই বেণীমাধব শীলের সাত ধরণের পঞ্জিকা বাজারে পাওয়া যায়। সব পঞ্জিকার শুরুতে বেণীমাধব শীলের নাম জ্বলজ্বল করে। তার নীচে লেখা থাকে ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা, ফুল পঞ্জিকা, হাফ পঞ্জিকা, পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা, গার্হস্থ্য পঞ্জিকা ও পকেট পঞ্জিকা। তেমনই বিভিন্ন সাইজ ও পৃষ্ঠার কারণে দামের হেরফের রয়েছে। বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকাটি হল অন্যতম জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত। বাঙ্গালির কাছে বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকা আজও অম্লান ও অক্ষয়। **সমাপ্ত...**

বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ

আবিস্কার হীন অঙ্গানুকে প্রকাশ্যে আনা

অজয় মজুমদার

কোষের মধ্যে এখনো অনেক অঙ্গাণু আছে যার কাজ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। খানিকটা মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্রের মতন। এইসব অঙ্গানুর কাজ ও মানুষের মঙ্গলের কাজে লাগানোর জন্য অনেক নোবেল পুরস্কারই বছর বছর আসবে। ভেসিকল

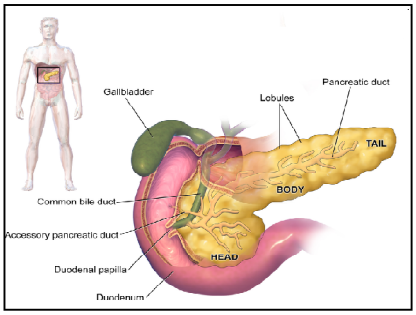

এর কাজ আজ ভেলকি দেখিয়ে দিল। ভেসিকল হল কোন অঙ্গানুর মধ্যে থাকা উপঅঙ্গানুর অঙ্গানু। আর গলগীবডি হলো কোষের অঙ্গাণু। যার প্রধান কাজ হল কোষের ক্ষরণ; বিশেষ করে উৎসেচক তৈরি করা, পরিবহন ও কার্যকারী হয় আবার হরমোন ক্ষরণ করে। এই অঙ্গাণুটি পারিবারিক সদস্যদের নিয়ে সম্পূর্ণ কাজটি করে থাকে। ভেসিকল ট্রফিক নিয়ে তিনজন তিন ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। কাজে সাফল্য এসেছে। এই সাফল্য আগামী দিনে নার্ভ রোগীকে দেবে নিরাময়ের প্রতিশ্রুতি।

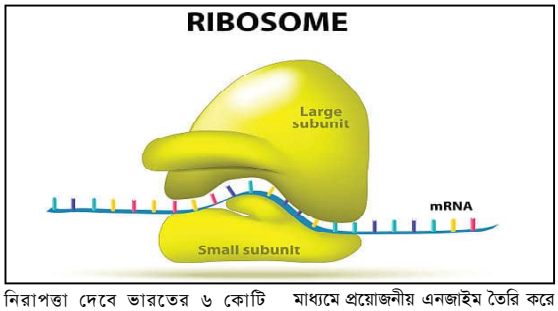

নিরাপত্তা দেবে ভারতের ৬ কোটি ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের এবং ২০৩০ সাল নাগাদ পৃথিবীর ৭০ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসের শিকার হবেন। তারাও বাঁচার আলো দেখবেন। কোষে ভেসিকল -এর অবস্থান সম্পর্কে না বললে বিষয়টি ধোঁয়াশা থাকার আশঙ্কা থাকতে পারে। উন্নত কোষের নিউক্লিয়াসের কাছে ক্ষরণ কাজে যুক্ত একক, পর্দা ঘেরা নলাকার বা গোলাকার যেসব অঙ্গানু পাশাপাশি সমান্ত রালভাবে ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় স্তূপাকারে থাকে তাই হল গলগী বডি বা গলগি কমপ্লেস। এই অঙ্গানুটি তিন সদস্য নিয়ে গঠিত ও সিস্টারনি, মাইক্রোভেসিকলস এবং ভ্যাকুওল। সিস্টারনি নলাকার পরিধির দিকে অত্যন্ত ছোট ছোট গোলাকার থলির মতো যে উপঅঙ্গানু জোট বেঁধে থাকে তাদের ভেসিকেল বলে। এগুলির ব্যাস ৩০ থেকে ৪০ অ্যামষ্ট্রম। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রেন্ডি শেবম্যান ইস্ট এর কোষের ভেসিকলের মধ্যে বিশেষ ধরনের পরিবহন লক্ষ্য করেছিলেন। এই বিশেষ ধরনের পরিবহনের জন্য তিনি তিনটি জিনের সন্ধান পান। জিনগুলি ইস্টের ভেসিকলের পরিবহন পৃথক ধরনের করেছিল। রেন্ডির এই ভাবনাই আজকের সাফল্য। তিন বিজ্ঞানী তিন গবেষণাগারে কাজ করেছেন। দুজন মার্কিন ও একজন জার্মানি। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার। তাদের লক্ষ্য অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এক হয়ে গেল। আশির দশকে এক মার্কিন বিজ্ঞানী ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস রথম্যান আবিষ্কার করলেন নতুন এক ধরনের প্রোটিন যা ভেসিকলের গায়ে লেগে থাকে। তিনি আবিষ্কার করলেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এই প্রোটিনগুলো সাহায্য করে। তাছাড়াও তার গবেষণার আরো মৌলিক বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কোষের অন্যান্য অঙ্গাণুতে প্রয়োজনীয় বস্তু পৌঁছাবার সময় কিভাবে প্রয়োজনমতো কোষের সঙ্গে মেশে। জার্মানের বিজ্ঞানী টমাস সুদহপের লক্ষ এক হলেও এ কাজের মৌলিকত্ব আবার অন্য ধরনের। তার আবিষ্কার হল কিভাবে নিয়ম মেনে সময়কে নিখুঁতভাবে রেখে নার্ভকোষের পরিবহনে ক্যালসিয়াম আয়ন সাহায্য করে। পরিবহনের ত্রুটিতে ছবিতে দেখা যায় নার্ভের রোগ। মার্কিন দুই বিজ্ঞানীর কাজে মিল থাকলেও জার্মান বিজ্ঞানীর কাজের মৌলিকত্ব কিছুটা পৃথক। যদিও সার্বিকভাবে সম্পর্কটা একই দড়িতে বাঁধা ও তারা তিনজনই একসঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ২০১৩ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। নোবেল কমিটির সেক্রেটারি গোরান হ্যানসন জানান তাদের আবিষ্কৃত পরিবহন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈরি করে বা আমদানি করে ভারসাম্য রক্ষার করার চেষ্টা করে। হ্যানসন আরো এ দাবি করেন— বিপাকজাত বা মেটাবোলিক রোগ ডায়াবেটিস এর মতো নীরব ঘাতক এবং প্রতিরোধ বা ইমিউনিটি সংক্রান্ত রোগের নতুন এই আবিষ্কার যুগান্তকারী বিষয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্বে অসুস্থতা ও মৃত্যুর এক প্রধান নাম ডায়াবেটিস। এই নীরব ঘাতকই— আক্রমন করে নার্ভতন্ত্র থেকে হৃদপিণ্ড ও সংবহনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, চোখ, এককথায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আক্রমণের অধিকারে চলে যায়। আমাদের অগ্ন্যাশয় বা প্যাংক্রিয়াস থেকে প্রায় ৬ রকমের উৎসেচক নিঃসৃত হয় ।এই নিঃসরণ এসে গ্রহনী বা ডিওডেনামে এসে মেশে। প্যানক্রিয়াসের পেছনে ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামে একটি কোষগুচ্ছ থাকে। এই কোষপুঞ্জের মধ্যে আলফা, বিটা এবং ডেল্টা প্রভৃতি কোষে থাকে। বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত হয়। এই দুটি শৃঙ্খল বিশিষ্ট প্রোটিন যা রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ এর মধ্যে রাখে।

প্রয়াণ দিবসে স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্ত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন গাইঘাটায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৯১৫ সালের ১১ মে মাত্র ২০ বৎসর বয়সেই ফাঁসির দড়িতে প্রাণ উৎসর্গ করেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। গাইঘাটার ফুলসরা অঞ্চলের চৌগাছা মডেল একাডেমি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি উত্তম মন্ডল ও নবাগত প্রধান শিক্ষক শংকর চক্রবর্তীর উদ্যোগে বিদ্যালয় অঙ্গনে প্রয়াত বিপ্লবীর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় গত ৩ মার্চ। আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন রাজ্যের কারামন্ত্রী তথা প্রয়াত বিপ্লবীর ভাইপো উজ্জ্বল বিশ্বাস।

১১মে বুধবার বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের ১০৮ তম আত্মোৎসর্গের দিনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর স্মরণ সভার আয়োজন করেন। সভাপতি উত্তম বাবু বিপ্লবীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্য দান করে তাঁর সংগ্রামী জীবনের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন এবং সেই সঙ্গে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের জীবন ও কর্ম দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার দাবি জানান।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর বাবু ছাড়াও ছিলেন সুভাষ রায় জেলা পরিষদ সদস্য কতিপয় অভিভাবক ও স্থানীয় শিক্ষাব্রতী মানুষজন। সকলেই বিপ্লবীর আবক্ষ মূর্তিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের পক্ষ থেকে ২৫শে বৈশাখ উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ৩০জন রক্ত দান করেন। থিয়েটারের সদস্য সুকান্ত শর্মা বলেন, আমরা বিভিন্ন রকম কাজ কর্মের মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকতে চাই, তাই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা। এছাড়াও ২৫শে বৈশাখেই আমাদের এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়েছিল, তাই সেদিনকেও মনে রেখে আজ আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। এদিন গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের রক্তদান শিবির এর পাশাপাশি তাদের দেওয়াল পত্রিকা 'শব্দ বাক্স'-এর উদ্বোধন হয়। নিজস্ব

দুয়ারে মন্ত্রী; শুনলেন আদিবাসী মানুষের অভাব অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ আদিবাসী গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি ঢু মালেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী ও আদিবাসী মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক। বাড়ির পুরুষ মহিলাদের কাছে জানতে চাইলেন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা তারা কতটা পাচ্ছেন। ঘরের দুয়ারে মন্ত্রীকে পেয়ে আদিবাসী মানুষেরাও তাদের অভাব-অভিযোগের কথা উজাড় করে দিলেন। রবিবার সকালে মন্ত্রী গিয়েছিলেন গোপালনগর থানার গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লাহাটি গ্রামে। ওই গ্রামটিতে আদিবাসী মানুষের বসবাস। গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে তিনি পৌঁছে যান বাণী সরদার নামে
এক মহিলার বাড়িতে। তার বারান্দায় গিয়ে বসেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বাণী সহ অন্যান্য মহিলা সদস্যরাও। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে জানান, "প্রায় এক বছর ধরে তারা আদিবাসী ভাতা পাচ্ছেন না। লক্ষীর ভান্ডার অনেকেই পাননি। এসটি শংসাপত্র পেতেও দেরি হয়।" মানুষের সমস্যার কথা শুনে মন্ত্রী ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই বনগাঁর বিডিওকে ফোন করে নির্দেশ দেন গ্রামে গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনে তার সমাধান করতে। মন্ত্রী বলেন, "আদিবাসী সমাজের মানুষ সুযোগ-সুবিধা যাতে সঠিকভাবে পেতে পারেন তার জন্য আমাদের এসটি সেল আছে।

রাজ্য সরকার আলাদা দপ্তর তৈরি করেছে। মানুষের সমস্যার কথা লিপিবদ্ধ করেছি। বিডিওকে বলেছি সমস্যা মিটিয়ে দিতে। ভবিষ্যতেও আবার গ্রামে এসে খোঁজ নেব মানুষ সমস্যা মুক্ত হলেন কিনা। মন্ত্রীকে হাতের কাছে পেয়ে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে পেরে খুশি গ্রামের মানুষ। এদিন দুপুরে মন্ত্রী বনগাঁ শহরের তৃণমূলের এসটি সেলের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলনে যোগ দেন। সেখানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গোপাল শেঠ, বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস সহ অন্যান্য নেতারা। সেখানেও মন্ত্রী বলেন, "সকালে আদিবাসী গ্রামে গিয়েছিলাম। মানুষের সমস্যার কথা শুনেছি। ভবিষ্যতেও ওই গ্রাম সম্পর্কে খোঁজখবর রাখব।

বৃদ্ধা মাকে ভুল বুঝিয়ে জমি-বাড়ি লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

পুলিশ জানিয়েছে, ছেলের নাম প্রণব কুমার দাস। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সি পি ডব্লিউ ডি বিভাগে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। বর্তমানে তার স্ত্রী সন্তান নিয়ে বাগুইহাটি এলাকায় থাকতেন। বছর ৮৩ র বৃদ্ধা বাণী দাস ছেলে বৌমা ও নাতির বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

অভিযোগ, কয়েক মাস আগে ছোট ছেলে প্রণব মাকে চিকিৎসার নাম করে গাইঘাটার বকচরা এলাকার একটি বাড়িতে নিয়ে যায়। দলিলে তার ভুল নাম সংশোধনের কথা বলে জোর করে বিভিন্ন কাগজপত্রে সই করিয়ে বৃদ্ধার নামে থাকা জমি-বাড়ি নিজের নামে লিখে নেয়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাণী দেবী, তিন ছেলে। বড় ছেলে মৃত। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি মেজ ছেলে সুবীর কুমার দাসের কাছে থাকেন। ছোট ছেলে অভিযুক্ত প্রণব তার পরিবার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার বাগুইহাটি এলাকায় থাকেন। মেজো ছেলে অনুপ কুমার দাস জানিয়েছেন, "মাস মাস ছয়েক আগে ভাই বাড়িতে এসে মাকে চিকিৎসার নাম করে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, দলিলে মায়ের নাম ভুল আছে সেটা পরিবর্তন করতে হবে। পরে আমরা জানতে পারি বকচরা এলাকার একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মাকে ভুল বুঝিয়ে জোরজবরদস্তি করে বিভিন্ন কাগজপত্রে সই করিয়ে মার নামে থাকা জমি-বাড়ি সহ সকল সম্পত্তি নিজের নামে লিখে নেয়। এই কাজে ভাইকে তার স্ত্রী সহ আরো কয়েকজন সহযোগিতা করে। ঘটনার কথা জানতেই আমরা গাইঘাটা থানার দ্বারস্থ হই।

রবিবার সকালে বনগাঁ মহকুমা আদালতে ধৃত ছেলেকে দেখতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধা মা বাণী দেবী। তিনি বলেন, "আমার সোনার গহনা বিক্রি করে জমানো টাকা দিয়ে দুই বিঘা জমি কিনে বাড়ি করেছিলাম। আমার ছোট ছেলে চিকিৎসার নাম করে আমাকে নিয়ে গিয়ে জোর করে কিছু কাগজে সই করিয়ে আমার শেষ সম্বল টুকু কেড়ে নিয়েছে। ও অনেক বড় চাকরি করে মাইনে পায়। তাও আমার সবকিছু ঠকিয়ে এক কথায় ডাকাতি করে নিল। বৃদ্ধা ছেলের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।বনগাঁ মহকুমা আদালতের আইনজীবী বিশ্বরূপ সিংহ বলেন, "বৃদ্ধার সঙ্গে প্রতারণা করে ইংরেজিতে লেখা স্ট্যাম্প পেপারে সই করিয়ে তার সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়েছে ছেলে প্রণব দাস। বৃদ্ধা ছেলে বৌমা সহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে ছিলেন। পুলিশ প্রণব দাসকে গ্রেফতার করে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক তার জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

নব দিশার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বৎসরের মতো এবারও গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট কাটাতে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন চাঁদপাড়ার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন নবদিশা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির সদস্যরা।

গত ৮মে চাঁদপাড়ার বাসষ্ট্যান্ড চত্বরে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে বারাসাতের জেলা সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ মোট ৬১ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতাব রক্ত সংগ্রহ করেন। রক্তদাতা ও উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে শিবিরে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস। চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, শ্রমিক নেতা বাপী হাজরা ও ভবেশ দত্ত প্রমুখ।

গীতাঞ্জতি সাহিত্য সংস্থার রবীন্দ্র জয়ন্তী

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২৫ ২৫শে বৈশাখ ঠাকুরনগরের হুদা শিমুলরপুরের নবগঠিত গীতাঞ্জতি সাহিত্য সংস্থার উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ১৬২ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হল সাড়ম্বরেয এদিন সকালে হুদা প্রাথমিক বিদ্যালয় অঙ্গনে সংস্থার প্রাণপুরুষ তাপস তরফদারের উদ্যোগে আয়োজিত কবি প্রনামের অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন প্রবীন শিল্পী অমল মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ঠ জনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ঠ কবি রতময় বাইন, ইলা সরকার, সুভদ্রা বিশ্বাস, কবি সনৎরঞ্জন ঘোষ ও শিক্ষক দীপক মণ্ডল প্রমুখ। সংস্থার কর্ণধার তাপস তরফদার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

শিশুশিল্পী সোহিনী মণ্ডল ও চন্দ্রিমা মণ্ডলের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের মধ্য দিয়ে কবি বন্দনার অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কবিগুরুর জীবন কর্ম ও বিভিন্ন রচনার উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন বর্ষিয়ান শিক্ষক বীরেশ্বর মিত্র, কবি পলাশ মণ্ডল, মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করেন রেখা বিশ্বাস রবীন্দ্র কবিতা পাঠ করেন সুভদ্রা বিশ্বাস। বিশিষ্ঠ নৃত্য প্রশিক্ষিকা মিনতী মণ্ডলের নৃত্য বিতান এর ছোট্ট ছোট্ট নৃত্য শিল্পীদের মোনজ্ঞ রবীন্দ্র নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংশা লাভ করে। শিক্ষিকা কল্পনা পাল ও মহীতোষ মণ্ডলের কণ্ঠে গীতি আলেখ্য সমবেত রবীন্দ্র অনুরাগীগণকে মুগ্ধ করে। নৃত্য শিল্পী দীয়া সিকদারের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান কবি পলাশ মণ্ডল। এদিনের নিয়মচাপের বর্ষায় অনুষ্ঠানের কিছুটা বিঘ্ন ঘটলেও প্রদীপ তরফদারের সঞ্চালন অনুযায়ন বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

স্কুল মাঠে মদ্যপানের আসর!

প্রথমপাতার পর...

তাঁর দুই সঙ্গীর নাম নীলমণি মণ্ডল ও নির্মল মণ্ডল। বাড়ি একই এলাকায়।

এদিন রাতে অভিযুক্ত শিক্ষক সহ তিনজন স্কুলের মাঠে বসে মদ্যপান করছিলেন। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে টহলরত একটি পুলিশ ভ্যান মদের আসরে পৌঁছায়।

পুলিশ শিক্ষককে প্রশ্ন করতেই ক্ষুব্ধ শিক্ষক পুলিশ আধিকারিককে বলেন, "স্কুলের মাঠে বসে মদ্যপান বেআইনি নয়। এরপরই পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন অভিযুক্ত শিক্ষক ও তার দুই সঙ্গী। অভিযোগ, সে সময় পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণ করে অভিযুক্তরা। এরপর এই তিনজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। যদিও পরে শিক্ষক এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সোমবার সকালে পুলিশ ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়াও স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায়

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি কলকাতার হাসপাতালগুলিতে রেফার করা রোগী ভর্তি নিতে গড়িমসির অভিযোগ ওঠে। গোপালবাবু বলেন, "স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এর মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়ার ব্যবস্থা হলে কোন রোগী রেফার করার ক্ষেত্রে ডাক্তার বাবুরা বহুবার চিন্তা করবেন। কারণ রেফার করা রোগী কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হতে গেলে ভর্তি হবে না বললেও তার একটা তথ্য থাকবে। তাই দিদির কাছে প্রার্থনা করেছি, স্বাস্থ্য সাথীর আওতায় এনে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা হোক। যদিও এই চিঠি দেওয়াকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল। তিনি বলেন, "উদ্যোগ ভালো। কিন্তু আদৌ কি স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে কাজ হয়। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়ে নার্সিংহোমে গেলে ডাক্তার বলেন, তাঁরা ঠিক মতন টাকা পাননা। আমরা চিকিৎসা করতে পারবো না। এরকম অনেক প্রমান আছে। চিঠি দেওয়াটা লোক দেখানো। স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের পরিষেবাটা ঠিকঠাক দিন।"

M. 8250131562 9333055067
সরকার অনুমোদিত
গৌতমের দি স্পন্দন
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী
হেনা ও কুশারী ফার্মেনীর পার্শ্বে
এখানে সব রকমের রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষা করা হয়
এবং ই.সি.জি, এক্সরে, আলট্রাসোনোগ্রাফী করা হয়।
রেটপাড়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

বনমন্ত্রীর নামে সোশ্যাল মিডিয়ায় কু-কথা,থানায় অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ হাবরার বিধায়ক তথা রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় কটু কথা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হল। দিন কয়েক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্যটি করেছিলেন বনগাঁ পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সিন্টু ভট্টাচার্য।

রবিবার তাঁর বিরুদ্ধে হাবড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তন্ময় রায় নামে এক তৃণমূল কর্মী। পরিবারের অভিযোগ, এরপরই পুলিশ বাড়ি গিয়ে হয়রানি করছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে বাড়ি যাওয়া হয়েছিল। সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫ই মে মুখ্যমন্ত্রী একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই বক্তব্য সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছিল বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে। সে সময় একটি চ্যানেলের পেজে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সম্পর্কে মন্তব্য করেন সিন্টু। তিনি লেখেন, "বালু মল্লিক উঃ ২৪ পরগনাটা শেষ করছে দিদি, 'দয়া করে আপনি নজর দিন।" সিন্টুর মন্তব্য চোখে পড়তেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী। তারাও সোশ্যাল মিডিয়ায় সিন্টুর পাল্টা পোষ্ট করে। যা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে রাজনৈতিক চাপান উতর শুরু হয়।

সিন্টুর পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, সিন্টু পেশায় মৃৎ শিল্পী। জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল করে। বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে অনেক পুরস্কার রয়েছে তার ঝুলিতে। সিন্টু তার মন্তব্যের জন্য পরে ক্ষমা চেয়ে পোস্ট করেছেন। তারপরেও বিভিন্ন থানার পুলিশ বাড়িতে এসে বারবার খুঁজছে। সিন্টু ভট্টাচার্যের বাবা স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, "ছেলের কোন খোঁজখবর পাচ্ছিনা। ও যদি কোন ভুল করে থাকে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক।" সিন্টুর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছিলেন বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌর পিতা শংকর আঢ্য। তিনি বলেন "জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক উন্নয়নের কান্ডারী। আমাদের অভিভাবক। তার নামে এমন ধরনের মন্তব্য করছে। সিন্টুর বিরুদ্ধে দলীয় ও আইনত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বনগাঁ জেলা তৃণমূল সভাপতি গোপাল শেঠ বলেন, "জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আমাদের অভিভাবক। তাকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করে থাকলে দলের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দেবদাস মন্ডল বলেন, "একজন তৃণমূল কর্মী মন্ত্রীর সমালোচনা করে সত্যি কথা বলেছে। তাই সারা রাজ্যের পুলিশ তাকে খুঁজছে। বাড়িতে থাকতে পারছে না। ওদের নেতারা যা কিছু করবে, কর্মীরা কিছু বলতে পারবে না। তাহলে ভাবুন সাধারণ মানুষের কী অবস্থা! এ বিষয়ে বনমন্ত্রী কোন মন্তব্য করতে চাননি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূলের পথসভা চাঁদপাড়ায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ পেট্রোল ডিজেল সহ রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে চাঁদপাড়ায় পথসভা করে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। গত ৮মে সন্ধ্যায় চাঁদপাড়া বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় দলের বিশিষ্ট নেতা ও বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন দলের গাইঘাটা ব্লক-২ সভাপতি শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস, শিক্ষক নেতা মধুসুদন সিংহ, মিঠুন বিশ্বাস, অঞ্চল সভাপতি দীপক দাস (রণা), উত্তম মন্ডল, কালিপদ বিশ্বাস, গোলক ভট্টাচার্য্য, শীতল দেবনাথ, আই.এন.টি.টি ইউ সির ব্লক সভাপতি বাপী হাজরা, সাধনা রায়, ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছন্দা সরকার, যুব নেতৃত্ব জয়দেব বর্ধন, ছাত্র নেতা তাপস দাস, অশোক বিশ্বাস প্রমুখ। বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে পেট্রোপন্য এবং গৃহস্থের একান্ত প্রয়োজনীয় রান্নার গ্যাস, জীবনদায়ী ঔষধ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর সমালোচনা করে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলীর গভীর নিন্দা করেন। তৃণমূল নেতৃবৃন্দ স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের এলাকার উন্নয়নে উদ্যোগী না হওয়ার অভিযোগ করেন।

বজ্রপাতে চাষির মৃত্যু

প্রতিনিধি ঃ ঘূর্ণিঝড় অশনির প্রভাবে রাজ্যের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়ও বজ্রপাত সহ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির মধ্যে মাঠে কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক চাষির। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার ধর্মপুর একালায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত চাষির নাম সন্যাসী মণ্ডল (৬০)। বাড়ি ধর্মপুর এলাকাতে।

গোবরাডাঙার রঙ্গভূমি ১০ম বর্ষে পর্দাপন

সঞ্জিত সাহা ঃ ২০১৩ সালে ৯মে পথচলা শুরু করে নাটকের শহর গোবরাডাঙার অন্যতম নাট্যদল রঙ্গভূমি। এবছর গত ৯মে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন রঙ্গভূমি ১০ বৎসরে পদার্পন করে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সংস্থার সদস্যগণ এক অভিনব ভাবনা বেছে নেয়। এদিনের নিম্নচাপের ভারী বর্ষণকে উপেক্ষা করে সংস্থার কর্ণধর বিধান হালদারের নেতৃত্বে সংস্থার নাট্যকর্মীগণ গোবরাডাঙার বিভিন্ন নাট্যদল সহ সংস্কৃতি ও নাট্যপ্রেমী মানুষজনের বাড়ি -বাড়ি গিয়ে নিজেদের হাতে তৈরি শুভেচ্ছাপত্র ও একটি করে ফুল গাছের চারা তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। প্রতি মুহূর্তেই রঙ্গ ভূমি সৃষ্ট সংস্কৃতি ও নাটক নিয়ে নানা নতুন নতুন ভাবনায় এগিয়ে চলেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাঁদের রুপটপ থিয়েটার। যা দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দিয়েছে রঙ্গভূমি, কুশীলবগণ। আগামী দিনে ও পরিচালক বিধানবাবুর সুযোগ্য নেতৃত্বে গোবরাডাঙা রঙ্গভূমি থিয়েটারের আঙিনায় আরোও নতুন কিছু উপহার দেবে বলে গোবরাডাঙার নাট্যামোদীদের ধারণা।

মুকুলিকার কবি বন্দনায় নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছর গুলির মতো এবারও গত ২৫ শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্ম বার্ষিকি যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করেন সংস্কৃতির শহর গোবরডাঙ্গার মুকুলিকা গানের স্কুলের সদস্যগণ। এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটার হলে আয়োজিত রবি তর্পণ এর সূচনা হয় সদস্যগণের সমবেত সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এরপর বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ইন্দ্রানী দেবীর রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি প্রবীন নাট্য ব্যক্তিত্ব উৎপল ফৌজদারের কণ্ঠে কবিগুরুর কবিতা পাঠ মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান, প্রসূন বিশ্বাস এর বাঁশিতে রবীন্দ্র সংগীতের সুর উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদি ছাড়াও ছিল শ্রুতি নাটকের অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারের কর্ণধার আশিষ চট্টোপাধ্যায় ও দীপা ব্রহ্ম শিক্ষিকা অনিমা মজুমদার ও শিক্ষক ও নাট্য ব্যক্তিত্ব অরিন্দম দে প্রমুখ পরিবেশিত কবিগুরুর নাটক সমবেত দর্শক সাধারণের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। সংগীত শিক্ষিকা অনিমা দেবী উপস্থিত বিশিষ্ঠ জনদের স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। সংস্থার সদস্যগণের পরিবেশনায় সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি বাঁশি এবং শ্রুতি নাটক সমবেত দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে।

আদালত বন্ধ রেখে আন্দোলনে আইনজীবীরা

প্রথমপাতার পর...

এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের ওই আদালতকক্ষ বয়কট করে আন্দোলন শুরু করেছে আইনজীবীরা। দীপাঞ্জন বাবু বলেন, "বিচার চলাকালীন বিচারক আমাকে অসম্মানকরার কথা বলেছেন। এটা ওনার কাছ থেকে কখনোই আশা করি না।" পড়ল। বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আদালত চত্বরে। কোর্টের মূল গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান আইনজীবীরা। প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করা হয়। এজলাসের বারান্দায় চেয়ার-টেবিল ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।যদিও আইনজীবীরা

বনগাঁ মহকুমা আদালতের ল-ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দাস বলেন, "আমাদের এক মেম্বার দ্বীপাঞ্জয় দত্তর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে জজ সাহেব শান্তনু মুখোপাধ্যায়। আমরা আশা করিনা, তিনি একজন বিচারক হয়ে এরকম আচরণ করবেন। তাই আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। পাশাপাশি আদালতের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও টাকা না দিলে কাজ হয় না এখন। রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে গিয়েছে। থানার দারোগা বিভিন্ন অভিযুক্তর হয়ে কিভাবে জামিন করা যায় তার প্যাকেজ সিস্টেম করে লইয়ার্সদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। বিচারকরা এগুলো জানেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সুষ্ঠু পদক্ষেপ না হবে, ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলবে।

বনগাঁ মহকুমা আদালতের আইনজীবীদের কর্মবিরতি দ্বিতীয় দিনে জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষ তালা লাগিয়েছে, তাঁরা তালা লাগাননি। বনগাঁ মহকুমা আদালতের ল-ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দাস বলেন" কারা ঘরে তালা দিয়েছে আমরা জানি না। আমরা আদালতে মাথা বিক্রি করতে আসিনি। কেমন হলে প্রাকটিস করবো না। উনি এখনো ভুল স্বীকার করেননি। সম্মান পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। হাইকোর্ট হস্তক্ষেপে করে এখান থেকে ওনাকে সরিয়ে নিয়ে যাক।''

আইনজীবীদের এজলাস বয়কটের ফলে আদালতে এসে ফিরে যেতে হল বহু বিচারপ্রার্থীকে। বিচারপ্রার্থীরা ফিরে যাওয়ার বিষয়ে আইনজীবী দীপাঞ্জয় দত্ত বলেন, "আমরা শুধু এডিজে ওয়ান বয়কট করেছি। সেখানে যারা এসে ফিরে যাচ্ছেন, তার দায় বিচারকের।

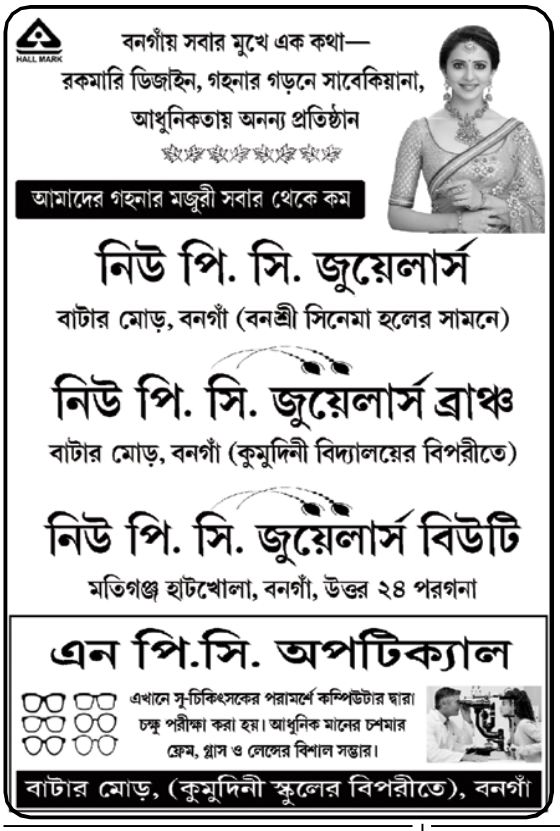

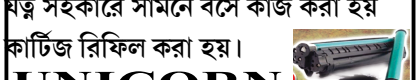

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at Kumar Press at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9647791986 / 7076271952
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Editor- Utpal Mallick**